আলমডাঙ্গায় জুয়ার আসর পরিচালনার অভিযোগ গ্রাম পুলিশ আলমগীরের বিরুদ্ধে

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশ আলমগীর জুয়ার বোর্ড পরিচালনা করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগে বিক্ষোভের মুখে পড়েছে আলমগীর ।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে গ্রাম পুলিশের দায়িত্বে থাকা আলমগীর হোসেন এখন হয়ে উঠেছেন জুয়া পরিচালনা গডফাদার। যিনি জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার বদলে নিজেই অপরাধ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক বনে গেছেন।

অভিযুক্ত গ্রাম পুলিশ আলমগীর হোসেন ডাউকি ইউনিয়নের পোয়ামারি গ্রামের বাসিন্দা ওয়াহাব আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত আলমগীরের ছত্রছায়ায় চলে জুয়ার আসর। যুবসমাজ জুয়ার নেশায় জড়িয়ে পড়ছে, পরিবার ভাঙছে, সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। এমনকি অল্প বয়সী ছেলেরাও অপরাধচক্রের শিকার হচ্ছে।

শুধু এখানেই শেষ নয়, প্রতারণারও ভয়াবহ অভিযোগ রয়েছে। ডাউকি পোয়ামারির এক অসহায় পরিবার অভিযোগ করেছে, সরকারি (পঙ্গু) ভাতা কার্ড করে দেওয়ার নাম করে তিনি ৬ হাজার টাকা নেন। কিন্তু এক বছরেরও বেশি সময় পেরোলেও কার্ডের কোনো খবর নেই। টাকা ফেরত চাইতে গেলে পরিবারটি হুমকি ও হয়রানির শিকার হয়।

প্রশাসনের নীরবতায় এ অভিযোগে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ। তারা বলছে, ইউনিয়নে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা একজন গ্রাম পুলিশই যখন অপরাধচক্রের হোতা, তখন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? ডাউকি ইউনিয়নের প্রবীণ এক নাগরিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যে আইন রক্ষা করবে তাকেই এখন আটকাতে চাইছে জনগণ, এটা কি গণতন্ত্রের অপমান নয়?

স্থানীয়দের একটাই দাবি অবিলম্বে কুখ্যাত গ্রাম পুলিশ আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। অন্যথায় ডাউকি ইউনিয়নের শান্তি ও নিরাপত্তা

বারাদী খামারে অনিয়মের

অভিযোগে পিপিও রাজ্জাকের

অপসারণ দাবি

মেহেরপুর বীজ উৎপাদন খামার বিএডিসি বারাদী দপ্তরের পাওয়ার পাম্প অপারেটর (পিপিও) আব্দুর রাজ্জাকের অপসারণের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে খামার শ্রমিকেরা।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮ টা থেকে শুরু করে ২ টা পর্যন্ত বারাদী খামারের অফিস প্রাঙ্গনে এ, বি ও সি ব্লকের শ্রমিকেরা এ বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত গত ১৫/০৪/২৫ ইং শ্রমিক নীতিমালার ৫ এর খ’তে বলা হয়েছে শ্রমিকের বয়স সীমা হইবে ১৮- ৫৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। এবং ৪ এর গ’তে বলা হয়েছে একজন সাময়িক শ্রমিক দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত হইবে এবং মাসে ২২ দিনের বেশি সময়ের জন্য কোনক্রমেই নিয়োজিত রাখা যাবে না।

খামারের শ্রমিকেরা ২০২৫ সালের এই নীতিমালা বাতিল ও ২০১৭ সালের নীতিমালা বহালের দাবীতে কয়েকদিন যাবৎ সারা দেশব্যাপী আন্দোলন করছে। এবিষয়ে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ খামারের উপ-পরিচালক বরাবর তাদের একাউন্টে ২২ দিনের বেতন না দেওয়ার অনুরোধ জানান। শ্রমিকেরা বলেন, আমরা ৩০ দিন কাজ করে কেন ২২ দিনের বেতন নেব। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

তারা বলেন, ৫ই আগস্ট পরবর্তী সময়ে খামারের পিপিও আব্দুর রাজ্জাক হিসাব শাখা, স্টোর শাখা সহ একাধিক শাখার দায়িত্ব পালন করছে। এরই মাঝে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সে আমাদের একাউন্টে ২২ দিনের বেতন ঢুকিয়ে খামারের শ্রমিকদের সাথে স্বার্থবিরোধী কাজ করেছে। আব্দুর রাজ্জাক পিপিও হয়ে একা কেন এতো দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে। আমরা তার অতিরিক্ত দায়িত্ব থেকে অপসারণ ও বদলীর দাবি জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে খামারের উপ-পরিচালক বরাবর একটি লিখিত আবেদন পেশ করেন শ্রমিকরা। পরে খামারের উপ-পরিচালক মিনহাজ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী এ বিষয়ে তাদের আশ্বস্ত করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে কথা হচ্ছে। পরবর্তী নির্দেশনা পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া অফিসে জনবল কম থাকায় পাম্প অপারেটর আব্দুর রাজ্জাককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহে ৬ লেন প্রকল্পের জমির মূল্য নির্ধারণে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ

মংলা বন্দরের সাথে উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থয়ানে ২০২০ সালের ২৪ নভেম্বরে একনেক সভায় ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে যশোরের চাচড়া পর্যন্ত ৪৭.৪৮ কিলোমিটার সড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প পাস হয়। সেমসময় উইকেয়ার ফেজ-১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প’র প্রাক্কলিত ব্যয় মূল্য ধরা হয় ৪১৮৭.৭০১৭ কোটি টাকা, মেয়াদ নির্ধারিত হয় ২০২১ সালের পহেলা জানুয়ারি হতে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতায় বাড়ানো হয়েছে প্রকল্পের মেয়াদ ও মূল্য। তবে গতকাল রবিবার (১৭ আগস্ট) পর্যন্ত একটি উপজেলারও ভূমি অধিগ্রহণ শেষ করতে পারেনি ঝিনাইদহ ও যশোরের জেলা প্রশাসনের ভূমি অধিগ্রহণ শাখা। অধিগ্রহণের তালিকাভুক্তদের নানা অভিযোগ ও আপত্তি উপেক্ষা করেই গত ৮ আগস্ট ভূমির দাম নির্ধারণ করে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে ভুক্তভোগীরা তা প্রত্যাখ্যান করে মানববন্ধন করেছে। গত ১০ আগস্ট সকালে জেলার কালীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে তারা মানববন্ধন করেন। মানববন্ধন থেকে জমির সঠিক মূল্য দাবিসহ ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখার সার্ভেয়ার রিয়াজুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনৈতিক টাকা দাবি, হয়রানি ও বিস্তর অনিয়মের অভিযোগ তোলা হয়। ২০২৬ সালের ডিসেম্বরেও প্রকল্পটির কাজ শেষ করতে না

জানাগেছে, এলএ(সাধারণ) ২/২০২২-২৩ ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় ও এলএ(সাধারণ) ১/২০২২-২৩ মামলায় কালীগঞ্জ উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। লট-১ অঞ্চলে ব্যক্তি মালিকানা জমি রয়েছে ৯১.৮৬ একর, সরকারি সংস্থার ১.৫২ একর, লট-২ অঞ্চলে ব্যক্তি মালিকানা জমি রয়েছে ১৩২.২২ একর এবং লট-৩ অঞ্চলে ব্যক্তিমালিকানা জমি রয়েছে ৭১.৫৭ একর এবং সেনানিবাসের ৮.০৮ একর জমি রয়েছে। ঝিনাইদহ জেলার মধ্যে জেলা পরিষদের জমি রয়েছে ১৪৫.৪৬ একর। মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের জমির মধ্যে মিল এলাকায় ১.৬৬ শতক, সদর উপজেলার বিষয়খালী মৌজায় ১৩ শতক, কালীগঞ্জের বারোবাজারে ৪৩ শতক, সাত মাইলে ৬৩ শতক জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে। তবে ৩.১৫ শতক জমির মোট ১৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা গ্রহণের জন্য গত শনিবার সুগার মিলে নোটিশ পাঠিয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ শাখা। জেলা পরিষদের জমি বাবদ জেলা পরিষদের অনুকূলে টাকা দেওয়া হবে না এমন কথাও শোনা যাচ্ছে।

রবিবার কালীগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত শহিদুল ইসলাম, আবু জাফর ও মোফাজ্জেল হোসেনসহ প্রায় দুইশতাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সঠিক মূল্য চেয়ে মানববন্ধন করেছেন এবং প্রধান উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন। তারা ঘন্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এক ঘন্টা তারা সড়কে কোন যানবাহন চলাচল করতে দেননি। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, যেই জমির বাজারমূল্য বর্তমানে ২০ থেকে ৩০ লাখ সেখানে সরকার তাদের ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা দিচ্ছে। জমিতে থাকা স্থাপত্যেরও সঠিক মূল্য নির্ধারিত হয়নি। সার্ভেয়ার রিয়াজুল ইসলাম যাদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা পেয়েছেন তাদের জমি ও ভবনের সঠিক শ্রেণিতে দাম নির্ধারিত হয়েছে।

কালীগঞ্জের আড়পাড়ার বাসিন্দা ও শহরের ঝরনা প্রিন্টিং প্রেসের মালিক আবু জাফর বলেন, আড়পাড়া মৌজার ১৮৫ নং খতিয়ানের ১১.১৫ শতক জমির মধ্যে ৩.১৫ শতক জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। এই পুরো জমিতে তাদের একটি দ্বিতল ভবন রয়েছে। নিচে প্রিন্টিং প্রেস, দোকান ও উপরে একটি ডিজিটাল ফটোল্যাব রয়েছে। ল্যাবটি শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত। তিনি বলেন, প্রথম নোটিশ পেয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় গেলে সার্ভেয়ার রিয়াজুল তাদের জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে না বলে তাকে ফিরিয়ে দেয়। পরে তিনি আবারও খোঁজ নিতে যান। তিনি বলেন, আমাদের এই জমি ও ভবন কালীগঞ্জ শহরের টপ পজিশনে অবস্থিত। কিন্তু সার্ভেয়াররা জ্বরাজীর্ণ ভবন ও নিম্ন শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের ঠকিয়েছে। আপত্তি দাখিল করতে গেলেও তারা বিভিন্ন অজুহাতে নেননি। ল্যাবের বিষয়ে রিয়াজুলের সাথে কথা বলতে গেলে তিনি

এমপি আনারের ভয় দেখান। চলতি বছরের ২৬ মে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন (৯২৭৪/২০২৫) দায়ের করেন আবু জাফরের পরিবার। হাইকোর্টের বিচারক মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী ও দেবাশীষ রায় চৌধুরী ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসককে আপত্তি গ্রহণের নির্দেশ দিলেও তারা গ্রহণ করেননি।

রবিবার সকালেও ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখার সামনে ২০ থেকে ৩০ জন অভিযোগকারীর সাথে কথা হয়।

কালীগঞ্জের বাদেডীহী গ্রামের আব্দুল মালেক বিশ্বাসের ছেলে জিনাত বলেন, আমার জমির রেট দেচ্ছে মাত্র ৪৫ হাজার টাকা শতক। এই জমি বর্তমানে ২০ লাখের উপরে শতক বিক্রি হচ্ছে। আমরা মাঠের জমি বিক্রি করে ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এই জমিতে বিল্ডিং করেছিলাম। সরকার আমার জমি ও বিল্ডিং বাবদ যা দিচ্ছে তা দিয়ে আমার জমির চার ভাগের একভাগও কিনতে পারবো না।

একই গ্রামের গোলাম নবীর ছেলে রোকনুজ্জামান বলেন, ২০০৫ সালে বিদেশ থাকা অবস্থায় আমি বারোবাজারে ৩ লাখ টাকা শতক যে জমি কিনেছি সেই জমি সরকার এখন ৪৫ হাজার টাকা করে শতক দিতে চাচ্ছে। এই জমির বাজার মূল্য এখন ২০ লাখের উপরে। সরকার আমাকে পথে বসিয়ে দিচ্ছে।

পিঠাপুকুর গ্রামের ভোলাই বিশ্বাসের ছেলে রবিউল ইসলাম বলেন, বাজারের উপরে আমার ২৩ শতক জমি আছে। এই জমিতে পাকা ভবনে ২২টি দোকান নির্মাণ করা রয়েছে। তার মধ্যে ৬ শতক জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে। আমার জমির দাম দিচ্ছে ৫৫ হাজার টাকা শতক ও মার্কেটের ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৮ লাখ টাকা।

বাবুল আক্তার নামে একজন জানান, তাদের ২.৯৬ শতক জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে। এর মধ্যে ০.৯০ শতক জমি ডাঙ্গা শ্রেণি দেখানো হয়েছে। আমি ঝিনাইদহ ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় আপত্তি দাখিল করলে সরজমিনে তদন্তে আসেন কর্মকর্তারা। তারা সরজমিনে আমাদের ভূল স্বীকার করে সংশোধন করে দিবেন বলে জানালেও তা আর করেননি। আমি সার্ভেয়ার রিয়াজুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করেও কোন প্রতিকার পায়নি।

খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, এলএ (সাধারণ) ১/২০২২-২৩ মামলায় জমির মালিকদের ২০২৩ সালের ২৬ জুন থেকে ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ৪এর ১ ধারার নোটিশ দেওয়া শুরু হয়। অভিযোগ রয়েছে নোটিশ দেওয়ার সময় গ্রহণকারীদের তারিখ বিহীন স্বাক্ষর নেওয়া হয়। কয়েক মাস ধরে এই নোটিশ বিতরণ করা হয়েছে এক এনজিওর মাধ্যমে। আইন অনুযায়ী নোটিশ

পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিলের নির্দেশ রয়েছে। তারিখ বিহীন স্বাক্ষরের ফাঁদে পড়ে অনেকেই আপত্তি দাখিল করতে গিয়ে জানতে পারেন আপত্তি দাখিলের মেয়াদ নেই।
সার্ভেয়ার রিয়াজুল ইসলামকে যারা অনৈতিক সুবিধা দিয়েছেন তাদের জমি সঠিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছে এমন অভিযোগও রয়েছে। ঝিনাইদহ ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কয়েকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক এমপি আনোয়ারুল আজীম আনারের সাথে সখ্যতা থাকায় বেজায় দাপুটে ছিলেন সার্ভেয়ার রিয়াজুল ইসলাম। রিয়াজুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে ঘুরলেও তার দাপটের কারণে কেউ সুবিধা করতে পারেনি। রিয়াজুল ইসলাম কালীগঞ্জের ফারিস্ট কোল্ডস্টোরেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পূর্বের ধারণকৃত ভিডিও পরিবর্তন করে বিপুল টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, রিয়াজুল ইসলাম সাতক্ষীরার নীল ডুমুর এলাকায় বিজিবির একটি প্রকল্পে ১৫ লাখ টাকার ঘুষ কেলেংকারীতে ঝিনাইদহে শাস্তিমূলক বদলি হয়ে আসেন। ঝিনাইদহে এসে সাবেক এমপি আনারের দাপটে কালীগঞ্জ এলাকার ভূমি অধিগ্রহণে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ উপার্জন করেছেন। অভিযোগের বিষয়ে রিয়াজুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের কথা যারা বলছেন তাদের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বর্তমান সময়ে জমি অধিগ্রহণে শ্রেণি পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। সার্ভে করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। তিনি যেভাবে বলেছেন সেইভাবে লিখেছি।

ঝিনাইদহ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা আহমেদ সাদাত বলেন, এসব বিষয়ে আমাকে কেউ এখনো জানায়নি বা আমি কোন লিখিত অভিযোগ পায়নি।

উইকেয়ার ফেজ-১ প্রকল্পের ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ নিলন আলী বলেন, জমি অধিগ্রহণ শেষ করতে না পারায় আমরা কাজ করতে পারছি না। লট-১ অঞ্চলে ৭.২৫ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে। তবে অন্যান্য লটে ২ শতাংশের নিচে। বিদ্যুতের পোল সরানো হয়নি। এই কারণে আমরা রোডস এন্ড হাইওয়ের জমিতেও কাজ করতে পারছি না। অধিগ্রহণ শেষ হলেই আমরা দ্রুত কাজ শেষ করবো।

কালীগঞ্জে জমি দখল ও লুটপাটের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বসতভিটা দখল ও লুটপাটের অভিযোগ করেছেন এক ভুক্তভোগী পরিবার। পরিবারটির দাবী বিজ্ঞ আদালত একাধিকবার তার পক্ষে রায় দিলেও পতিত সরকারের সাবেক এমপি আনারের দোসর আব্দুল ওহাব নামে এক ব্যক্তি তার বসত ভিটা দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন কালীগঞ্জ উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের ফয়লা গ্রামের মৃত খোরশেদ আলমের ছেলে লতিফুল আলম। সংবাদ সম্মেলনে তার স্ত্রী জেবা বানু ও বোনের শ^শুর ওসমান আলী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে রফিকুল আলম বলেন, কালীগঞ্জের পাইকপাড়া গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে সাবেক এমপি আনারের দোসর আব্দুল ওহাব বিভিন্ন সময় চাপে ফেলে তার বাড়ি দখল করার চেষ্টা করেন। এ নিয়ে আদালতে একাধিক মামলা চলমান।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও আব্দুল ওহাব ও তার সহযোগীরা গত বছরের অক্টোবর মাসে তার স্ত্রীকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন এবং মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন।

লতিফুল আলম দাবি করেন, তিনি আদালতে করা একাধিক মামলায় রায় পেয়েছেন। আদালত আব্দুল ওহাবকে উক্ত জমিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও তা অমান্য করে তার বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। ঘটনাটি পুলিশকে জানালে স্থানীয় থানার কর্মকর্তারা মালামাল নিতে বাধা দেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, মামলার তদন্ত প্রভাবিত করতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব খাটানো হচ্ছে। এমনকি সেনাবাহিনীর স্থানীয় একটি ক্যাম্পে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে বাড়ি ছাড়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। তিনি দাবী করেন, নিজের বসতভিটা রক্ষায় তিনি একাধিকবার আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন, কিন্তু প্রভাবশালী মহলের কারণে ন্যায্য বিচার পেলেও বাড়ি রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শৈলকুপায় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ, আহত ৭

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের হুদাকুশোবাড়িয়া গ্রামে বিয়ে বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করার অভিযোগ উঠেছে এক বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে।

হামলায় আহত হয়েছে নারীসহ অন্তত ৭ জন। শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার হুদাকুশোবাড়িয়া গ্রামের শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের মেয়ে সাদিয়া জান্নাত’র বিয়ে হয় পার্শবর্তী দোহারো গ্রামের পুলিশ কর্মকর্তা রতন হুসাইনের সাথে। সন্ধ্যায় বিয়ের আনুষ্ঠানিতা শেষে বরযাত্রী চলে গেলে রাত সাড়ে ৮ টার দিকে ওই গ্রামের বিএনপি নেতা লাল্টু মোল্লার নেতৃত্বে তার সহযোগী, ফারুক, আশরাফ সুমন, আতিক, ঝড়ো, আউলিয়া, নিশান, চান্নু, আকিদুলসহ আরও কয়েকজন বিয়ে বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা বাড়িতে থাকা নারী-পুরুষকে বেধড়ক মারপিট ও ভাংচুর করে। এতে আহত হয় নারীসহ অন্তত ৭ জন। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মাগুরা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত রিয়াজুল ইসলাম বলেন, আমার চাচা মতিয়ার রহমান বিশ্বাস উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। আমার বোনের বিয়েতে আমরা বাড়িতে অনুষ্ঠান করেছি এটাই আমাদের অপরাধ। এজন্য শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাবলু মোল্লার ভাই বিএনপি নেতা লাল্টু মোল্লার নেতৃত্বে আমাদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার এস আই তামিম রহমান বলেন, গতকাল রাতে একটি মারামারির ঘটনা ঘটেছে। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা কি করেছে সেভাবে জানা যায়নি। আমরা অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিব।

[redacted]

[redacted]

শৈলকুপায় ইউনিয়ন পরিষদে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগে বিএনপি নেতাসহ আটক ৬

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ১২নং নিত্যানন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদে তালা ঝুলিয়ে সেবা কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলামসহ ৬ জনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

বৃহস্পতিবার (৩১জুলাই) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় চাল বিতরণের জন্য কার্ড প্রদানের তালিকায় নিত্যানন্দপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নেতা মহিদুল ইসলাম তার পছন্দের কিছু লোকের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেই অনুযায়ী কার্ড না দেওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ২০-২৫ জন অনুসারীসহ পরিষদে হাজির হন।
এ সময় তিনি ইউনিয়ন সচিব হাফিজুর রহমানকে টেনে হিচড়ে পরিষদ থেকে তুলে নিয়ে যান। একই সঙ্গে পরিষদের ভেতরে থাকা সেবাপ্রত্যাশী ও কর্মচারীদের আটকে রেখে প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেন। সচিবকে তুলে নিয়ে শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গেলে সেনাবাহিনী ওই বিএনপি নেতাসহ ৬ জনকে আটক করে। উদ্ধার করা হয় সচিব হাফিজুর রহমানকে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুই ঘণ্টা পর তালা ভেঙে ভেতরে আটকে পড়াদের উদ্ধার করে।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, পরিষদের তালা দেওয়ার ঘটনায় ৬ জন আটক হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। এব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা ইউনিয়ন পরিষদ সচিব এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ হাবিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ছাব্দার আলীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্থানীয় সরকারের উপ পরিচালক রথিন্দ্রনাথ রায়ের সাথে স্বাক্ষাত করে এধরণের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের জোর দাবি জানান।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শুভ্রা দাস বলেন,

পরষদে তালা দিয়ে সচিবকে জোরপুর্বক তুলে নিয়ে তারা উপজেলায় আসে। আমি ঘটনা শোনার সাথে সাথে ব্যবস্থা নিয়েছি। সরকারি অফিসে তালা দেওয়ার অপরাধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের আটক করেছে।

ইসলামী শিল্পীগোষ্ঠি কলরবকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশের জনপ্রিয় ইসলামী সংগীত পরিবেশক দল ‘কলরব’ এখন আর শুধু সংগীতের নাম নয়, বরং এক চরম বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবার অভিযোগ করছে, কলরবকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শত শত কোটি টাকার এক দুর্নীতির সাম্রাজ্য।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে মরহুম আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার বড় ভাই মোঃ শামসুল আলম।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যানের মধ্যে আইনুদ্দীন আল আজাদের স্ত্রী উম্মে হাবিবা, শ^শুর গোলাম নবী, ছেলে গালিব বিন আজাদ, বড় মামা সাইফুল ইসলাম ও ছোট মামা শহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বড় ভাই মোঃ শামসুল আলম বলেন, কলরব তার ভাইয়ের হৃদয়ের সংগঠন ছিল, যেটি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গড়ে তুলেছেন নিষ্ঠা ও শ্রম দিয়ে। কিন্তু আজ সেই সংগঠনটি অফিস বয় বদরুজ্জামান ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের হাতে পড়ে লুটপাটের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর মোবাইল ফোনে কলার টিউন ও রিং ব্যাক টিউন হিসেবে কলরবের গজল ব্যবহারে বিপুল অর্থ আয় শুরু হয়, কিন্তু পরিবারের সদস্যদের কাছে সে আয়ের কোনো হিসাব কখনোই আসেনি। বরং কৌশলে সংগঠনের সমস্ত আয় এবং মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন বদরুজ্জামান। এমনকি প্রতিষ্ঠানের নামে

আসা স্পন্সর, অনুদান, কনটেন্ট আয়ের সমস্ত কিছুই জমা হয় এখন তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ‘হলিটিউন’-এর নামে।

সংবাদ সম্মেলনে তার স্ত্রী উম্মে হাবিবা বলেন, তার সন্তানরা আজ এতিম। তারা কলরবের প্রতিষ্ঠাতার উত্তরসূরি হয়েও কোনো সম্মান, কোনো আর্কি সুবিধা তো দূরে থাক, বরং সবদিক থেকেই বঞ্চিত। অথচ যারা একসময় অফিস বয়ের দায়িত্বে ছিলেন, তারা এখন একের পর এক ফ্ল্যাট, গাড়ি, প্রোডাকশন হাউজের মালিক।

সংবাদ সম্মেলনে আজাদের পরিবার দাবি করে, কলরবের বর্তমান নির্বাহী পরিচালক বদরুজ্জামান এবং প্রধান পরিচালক রশিদ আহমদ ফেরদৌস শুধু সংগঠনের অর্থ আত্মসাৎ করেননি, বরং প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি, শ্রম ও সুনামকেও ব্যবহার করেছেন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের পেছনে। সংগঠনের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের নাম বদলে ‘হলিটিউন’ করে ফেলা হয়েছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব শুধু গোপনই নয়, বরং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অন্যান্য সদস্যদের মুখ বন্ধ রাখা হয়েছে মাসোহারা, উপহার এবং হুমকির মাধ্যমে।
আজাদের পরিবারের ভাষ্য, কলরব প্রতিষ্ঠার সময় যারা ছিলেন, তাদের অনেকেই আজ সংগঠন থেকে বিদায় নিয়েছেন, কেউ কেউ চুপ থাকেন নিরুপায় হয়ে। যারা প্রশ্ন তুলেছেন, তারা একে একে বহিষ্কৃত হয়েছেন। অথচ সংগঠনের আয় বছরের পর বছর ধরে বেড়েছে মোবাইল ফোন কোম্পানি, কর্পোরেট স্পন্সর, ইউটিউব এবং ফেসবুক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। এসব থেকে সংগঠনের তেমন কোনো স্থায়ী সম্পদ তৈরি না হলেও বদরুজ্জামান ও তার ঘনিষ্ঠজনরা হয়েছেন শত কোটি টাকার মালিক, যা তদন্ত করলেই থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০০৪ সালে ইসলামী শিল্পীগোষ্ঠি ‘কলরব’ প্রতিষ্ঠা করেন আইনুদ্দীন আল আজাদ। ২০১০ সালে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে কলরব শিল্পীগোষ্ঠি বদরুজ্জামান ও রশিদ আহম্মেদ ফেরদৌস পরিচালনা করে আসছেন।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, কথা ছিল শিল্পীগোষ্ঠি কলরব থেকে উপার্জিত অর্থ তার পরিবারকে প্রদান করা হবে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান থেকে কোটি কোটি আয় হলেও আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবারকে কিছুই দেওয়া হয় না। উপরন্ত জালিলয়াতির মাধ্যমে শিল্পীগোষ্ঠি সমস্ত সম্পদ নিজেদের নাম করা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, শিল্পীগোষ্ঠি কলরবের অফিস বয় বদরুজ্জামান ইউটিউব, ব্রাইট সলিউশন মাল্টিমিডিয়া লিমিডেট ও হলি টিউনসহ বিভিন্ন প্লাটফর্ম থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে ঢাকায় একাধিক

ফ্ল্যাট, প্রবাসি সিটি, হেলিকপ্টারসহ গ্রুপ অব কোম্পানীর শীর্ষ শেয়ারদারী মালিক। অথচ আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবার আজ মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন, স্ত্রী ও সন্তানরা আর্থিক কষ্টে ভুগছেন।

চাঁদাবাজির অভিযোগে কথিত সাংবাদিক আব্দুর রউফ কারাগারে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে সাংবাদিক পরিচয়ে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক আব্দুর রউফের নামে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গাংনী থানা পুলিশ সে মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কথিত সাংবাদিক আব্দুর রউফকে গতকাল বুধবার দুপুরের দিকে আদালতে নিলে তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন বিচারক।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে পল্লী চিকিৎসক আব্দুল মাবুদের ভাই শামীম বাদি হয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-৩৩ তারিখ ৩০/০৭/২৫ ইং।

সাংবাদিক আব্দুর রউফ সোমবার বিকালে গ্রাম্য ডাক্তার আব্দুল মাবুদের কাছে ভয়ভীতি দেখিয়ে ২০ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করেন এবং পরের দিন বুধবার সন্ধ্যায় পুনরায় একই ব্যক্তির কাছে মোটা অংকের টাকা চাঁদা দাবি করেন বলে অভিযোগ ওঠে।

গত মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ফোন করে আবারো টাকা দাবি করে। সন্ধ্যায় পুনরায় টাকা আনতে গেলে তাকে পরিচয়পত্র দেখাতে বলেন ভুক্তভোগীরা। এসময় সে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোটার হিসেবে পরিচয়পত্র দেখান। তার কথাবার্তা অসংলগ্ন দেখে স্থানীয় জনতা আব্দুর রউফকে ধরে গণধোলাই দেয়। পরে গাংনীতে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর খবর পেয়ে সেখানে আসলে রউফকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। পরে সেনাবাহিনী আব্দুর রউফকে

গাংনী থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।
এঘটনা আব্দুল মামুদের ভাই মমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় বুধবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, বহুল আলোচিত আব্দুর রউফ ভারত থেকে অবৈধভাবে এসে মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ায় বসবাস করছেন। তার পিতার নাম জমির উদ্দিন। পরে সে বিয়ে করে স্থায়ী হন। ইতোপূর্বে সে মল্লিকপাড়া এলাকায় সবুজ ছায়া নামে একটি ক্লিনিক খুলে রোগীদের সাথে প্রতারণা করে আসছিলেন। সে ডাক্তার না হয়েও তার নামের পূর্বে ডাক্তার যোগ করে প্রতারণা করছিলেন। পরে ক্লিনিকটিতে অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও ক্লিনিকটি সিলগালা করে দেই প্রশাসন। এরপর পরই সে সাংবাদিকের খাতায় নাম লেখান। স্খানীয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার কার্ড নিয়ে এলাকায় দেদারছে চাঁদাবাজি করে আসছিলো। গত বছরে কুলবাড়িয়া গ্রামে চাঁদাবাজি করতে গেলে ওই ব্যবসায়ী তার বিরুদ্ধে সদও থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সে বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হয়। তারপরেও তার চাঁদাবাজি থেমে থাকেনি। তবে এত কিছুর পর আমাদের সূর্যদয় পত্রিকার কিভাবে নিয়োগ পেল এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জনসাধারণের মাঝে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

এদিকে আব্দুর রউফকে বারবার চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক করা হলেও চাঁদাবাজের গডফাদার থেকে গেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এলাকাবাসির দাবী চাঁদাবাজ আব্দুর রউফের গডফাদারকেও ধরে আইনের আওতায় আনা হোক।

তবে, এব্যাপারে পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক আবুল কাসেম অনুরাগীর মোবাইলে একাধিকবার কল দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

গ্রাহকের নামে হয়রানী মামলার

অভিযোগ বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহে লোন নেওয়ার সময় ব্যাংকে জমা দেওয়া চেক চুরি করে মামলা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী এক দম্পতি।

আজ শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন করে মহেশপুর উপজেলার ভুক্তভোগী ইয়াসমিন আক্তার ও তার স্বামী শফিকুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী ইয়াসমিন আক্তার অভিযোগ করে বলেন, মহেশপুর পশু হাসপাতাল রোডে সালিম ট্রেডার্স নামে আমার একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিলো। ব্যবসা সম্প্রসারণ করার জন্য বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক পি এল সি ঝিনাইদহ শাখায় থেকে ২০১৫ সালে জমির দলিল, বিভিন্ন কাগজপত্র ও ৩৭ টি স্বাক্ষর করা ফাঁকা চেক (যার সিরিয়াল নাম্বার ০৭৫১৩৯৯ হতে ০৭৫১৪৩৫) জমা দিয়ে ১৮ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করি।

ঋণ গ্রহণের পর হতে তিন বছরের মধ্যে ৩৬টা কিস্তির মাধ্যমে ৬১ হাজার ৫’শ ৬০টাকা করে প্রদান করার জন্য বলা হয়। সে মোতাবেক আমি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পি এল সি ঝিনাইদহ শাখায় ০৭৫১৩৮৬ হতে ০৭৫১৩৯৮ মোট ১৩টি চেকের পাতা ব্যবহার করি। আমার জমা দেওয়া সকল চেক ব্যাংকের ভল্টে জমা আছে।

ইয়াসমিন আক্তার অভিযোগ করে আরও বলেন, ব্যাংকের কাছে রক্ষিত থাকা অবস্থায় ০৭৫১৪৩৪ চেকের পাতা দিয়ে জালিয়াতি চক্রের সদস্য কোটচাঁদপুর শহরের আদর্শ পাড়ার আবু জাফরের ছেলে আলমগীর হোসেন নামের এক ব্যক্তি আমার কাছে ৯৭ লক্ষ টাকা পাবে দাবী করে ঝিনাইদহ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছে। যার সি আর নাম্বার ২৩৯/২৫। কিন্তু এই চেকের পাতাটি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএল সি ঝিনাইদহ শাখায় জমা রেখেছি তাহলে এই চেকের পাতাটি কোথা থেকে এলো তার কাছে।

তিনি আরো বলেন, ব্যাংকের কিছু অসাধু কর্মকর্তা জালিয়াত চক্রের সাথে যোগসাজস করে গ্রাহককে ফাঁদে ফেলে টাকা লুট করে নিচ্ছে বলে আমি জানতে পেরেছি। এ চক্রের সাথে ব্যাংক কর্মকর্তারা জড়িত বলে আমার সন্দেহ। আমি এর প্রতিকার চেয়ে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়,